জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের রুপরেখা, ২০২০

অধ্যায় ১: জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের রূপরেখা প্রণয়নের পটভূমি

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মুখোমুখি হচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমি বৈশিষ্ট্য,অসংখ্য নদ-নদী, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন ইত্যাদি দেশটিতে দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশের উপকূলভাগের গঠনপ্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা, তীব্রতা ও প্রভাবকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, পূর্বপ্রস্তুতি, জরুরি সাড়াদান, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন বিষয়ে প্রচলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের স্থলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকতর সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেল গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহের মধ্যে রয়েছে ১৯৭০ সালের মহাপ্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, ১৯৮৮ ও ১৯৯৯ সালের বন্যা, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এবং ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড়। সরকার মূলত: ১৯৮৮ ও ১৯৯৯ সালের বন্যা, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সনাতনী ধারণার পরিবর্তে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমূলক ধারণার প্রয়োগ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতিতে পরিবর্তন আসে- আপদ ও ঝুঁকি সনাক্তকরণ, জনগণের প্রস্তুতি এবং সার্বিকভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় অংশগ্রহণভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণে স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকায় গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং পুনর্বাসন কৌশলের পরিবর্তে অংশগ্রহণভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি কাঠামোগত রূপরেখা প্রণীত হয়।

১.২ দুর্যোগ ও বাংলাদেশের সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, দুর্যোগে প্রত্যেক মানুষেরই সমান সুযোগ এবং সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ (১) এ বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করবে'। যেহেতু দুর্যোগে জনগোষ্ঠীজীবন ও সম্পদ হারানোর ঝুঁকিতে থাকে, সেহেতু বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী তার জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ ফিরে পাওয়ার অধিকার রাখে।

১.৩বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

- নদ-নদী, নালা ও খাল-বিলের নেটওয়ার্ক;
- বিপুল পলিমাটিবাহী জলের প্রবাহ;
- নদীনালা ও খাল-বিল পরিবেষ্টিত দ্বীপ ও চরাঞ্চল;
- অগভীর মহীসোপান ও ফানেল আকৃতির উত্তর বঙ্গোপসাগর;
- প্রবল জোয়ারভাটা ও অস্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহ;
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও এর আশপাশে টেকটোনিক প্লেটের অবস্থান ও অ্যাক্টিভ ফল্ট বাউন্ডারি থাকার কারণে ভূমিকম্পঝুঁকি অত্যধিক;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব;

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশে দুর্যোগের ঝুঁকি অনেক বেশি। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগমূহের মধ্যে বন্যা, আকস্মিক বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস,টর্নেডো, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, নদীভাঙ্গন,অগ্নিকান্ড, অবকাঠামো ধস, রাসায়নিক দুর্ঘটনা, ভূমিধস, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে অতিমাত্রায় আর্সেনিক, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।'গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০১৯' অনুযায়ী বাংলাদেশ 'চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার দ্বারা আক্রান্ত' দেশগুলোর মধ্যে বিশ্বে ৭ম।

১.৪ জনঅংশগ্রহণ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

১। আইন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, এর ১৩ (১) ধারা অনুসারে সরকার দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে জনগোষ্ঠীভিত্তিক একটি কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তার অধীনে 'জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গঠন করতে পারবে। এ ধারার অধীনে গঠিত স্বেছাসেবক সংগঠনের দায়িত্ব, প্রশিক্ষণ, পোশাক, সুবিধাদি, কার্যাবলি ও পরিচালনা পদ্ধতিবিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

২। নীতিমালা

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কৌশলের পরিবর্তে একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানামুখী সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামোকে সুদৃঢ় করার জন্য 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালার দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো - জনঅংশগ্রহণভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।এর উদ্দেশ্য,দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকিপুর্ণ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের আশংকা ও ঝুঁকিগুলো সনাক্ত ও বিশ্লেষণ করে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে বিপদাপন্ন মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করা।

এ মূলনীতির আওতায় বিবেচ্য বিষয়গুলো হল:

ক) দুর্যোগ মোকাবেলায় মানুষের বিদ্যমান সক্ষমতাকে বিবেচনা করে তা শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা নেয়া;
খ) মানুষের বিপদাপন্নতার মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করা;
গ) দুর্যোগ মোকাবেলায় তৃণমুল পর্যায়ে জনসংগঠন তৈরিতে উদ্যোগ নেয়া;
ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বিপদাপন্ন অংশের সাথে অপেক্ষাকৃত কম বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ;
ঙ) নদীভাঙন, সমুদ্রভাঙন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানান্তরের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কার্যকর নীতি গ্রহণ করা;
চ) দুর্যোগ ও দারিদ্রের যোগসূত্র বিদ্যমান বিধায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে অধিকার প্রদান করা;
ছ) ত্রাণ, পুনর্বাসন ও সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমগুলোকে ঝুঁকিহ্রাস কৌশলের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

১.৫ বিদ্যমান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ

স্বেচ্ছাসেবার সংস্কৃতি ধারণ করে বাংলাদেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বহু স্বেছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে। সরকারি ও বেসরকারি সহয়তায় গড়ে ওঠা এ সকল সংগঠনের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ও নগর স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন অন্যতম এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আলোকে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলোর মধ্যে গার্লস গাইড, বাংলাদেশ স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট ও ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর উল্লেখযোগ্য।

১। বাংলাদেশ স্কাউট:

১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ১১১ নং অধ্যাদেশবলে (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, সোমবার) বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে এবং বিশ্ব স্কাউট সংস্থা ১৯৭৪ সালের ১ জুন বাংলাদেশ স্কাউট সমিতিকে (যা বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউট বলে পরিচিত) ১০৫ তম সমিতি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশ স্কাউট কার্যক্রম শুরু করেছিল মাত্র ৫৬,৩২৫ জন সদস্য নিয়ে। ২০১৭ সালের মধ্যে স্কাউটের সংখ্যা ১৬,৮২,৭৬১ তে পৌঁছায় যা বাংলাদেশকে বিশ্ব স্কাউট সংস্থাগুলোর মধ্যে ৫ম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশব্যাপি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামো সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটকে ১৩টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

২। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি:

১৯৭২ সাল হতে উপকূলীয় জনসাধারণের জান ও মাল রক্ষার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিরঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) শীর্ষক যৌথ কর্মসূচি ছিল যা ১৯৭৩ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সরকারের সহযোগী সংগঠন হিসেবে অনুমোদন করেন। এর ফলে, ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই হতে সিপিপি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের আগাম সতর্কবার্তা প্রচার, উদ্ধার ও পুনরুদ্ধারে সহায়তা, নিরাপদ বা আশ্রয়কেন্দ্র অভিগমনে সহায়তা, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সহযোগিতায় সফলতার সাথে কাজ করে আসছে। সিপিপি'র কার্যক্রম বাংলাদেশের ১৩টি উপকূলীয় জেলার ৪১টি উপ জেলায়৫৫,৫১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে চলমান রয়েছে।

৩। নগর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন:

দ্রুত নগরায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সাথে নগরবাসী দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে; যার মধ্যে অগ্নিকান্ড, ভবনধস, নগরজলাবদ্ধতা, রাসায়নিক বিস্ফোরণ উল্লেখযোগ্য। এ কারণে শহরগুলোতে স্থানীয় পর্যায়ে যে কোন দুর্যোগে প্রাথমিক ও তাৎক্ষণিক সাড়াপ্রদানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর পাশাপাশি নগরে স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে শহরগুলোতে ৬২,০০০ নগর স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলার প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে যে কোন দুর্যোগে প্রাথমিক ও তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

অধ্যায় ২: জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

২.১ সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এ রূপরেখায়-

(ক) "স্বেচ্ছাসেবক" বলতে জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি(সিপিপি),বাংলাদেশ স্কাউটস, বাংলাদেশ গার্লস গাইড এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, নগর সেচ্ছাসেবক সংগঠন, সুশীল সমাজ এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবককে বুঝাবে;

(খ)"সদস্য" বলতে এ রূপরেখার অধীনে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ,পরিচালনা পর্ষদ এবং সুপারভিশন কমিটির সদস্যকে বুঝাবে;
(গ) "পরিচালক" বলতে এ রূপরেখার অধীনে গঠিত জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের পরিচালককে বুঝাবে;
(ঘ) "সংগঠন" বলতে এ রূপরেখার অধীন গঠিত জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে বুঝাবে;
(ঙ) "উপদেষ্টা পরিষদ" বলতে এ রূপরেখার৩.১ এর অধীনে গঠিত পরিষদকে বুঝাবে;
(চ)"পরিচালনা পর্ষদ" বলতে এ রূপরেখার৩.২.১ এর অধীনে গঠিত পর্ষদকে বুঝাবে;
(ছ) "সুপারভিশন কমিটি" বলতে এ রূপরেখার৩.৩ এর অধীনে গঠিত কমিটিকে বুঝাবে।

২.২ সংগঠন ও কার্যালয়: জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থাপিত হবে।প্রয়োজন বোধে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ঢাকার বাইরেযে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাবে।

২.৩ লক্ষ্য: জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের লক্ষ্য হবে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকলীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সরকারের সহিত যোগাযোগ, সমন্বয় এবং অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সামগ্রিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও মান উন্নয়ন করা।

২.৪ উদ্দেশ্য: জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এর উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা জোরদার করা;
খ) স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা;
গ) স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মকৌশল নির্ধারণ করা;
ঘ) দুর্যোগকালীন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও সম্পদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক সমন্বয় করে সরকারকে অবহিত করা;
ঙ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যক্রম।

২.৫ কাঠামো:জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক থাকবে। বাংলাদেশের সকল বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন এবং পৌরসভা/ইউনিয়নসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ইউনিটের মাধ্যমে এ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২.৫.১. প্রতিটি ইউনিট ১০ জন পুরুষ ০৫ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবক সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। প্রতিটি ইউনিট ০৫টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রতিটি গ্রুপে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুরুষ এবং মহিলা স্বেচ্ছাসেবককে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রতিটি ইউনিটে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমভিত্তিক ০৫টি গ্রুপ থাকিবে, যথা:

- দুর্যোগ বার্তা প্রচার গ্রুপ;
- অনুসন্ধান ও উদ্ধার গ্রুপ;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রুপ;
- আশ্রয়কেন্দ্রব্যবস্থাপনা গ্রুপ;
- ত্রাণ এবং পুনর্গঠন কার্যক্রমে সহায়তা গ্রুপ ।

২.৬ কার্যাবলি: জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এর কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

২.৬.১. দুর্যোগকালে স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্তকরণসহ দুর্যোগ প্রশমনে গাইডলাইন (নির্দেশিকা) প্রণয়ন করা;

২.৬.২. দুর্যোগকালে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ও সম্পদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা;

২.৬.৩. সদস্য সংগঠনগুলোর ডাটাবেইজ ব্যবহার করে একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা;

২.৬.৪. সদস্য সংগঠনসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা;

২.৬.৫. জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের কার্যক্রমসমূহ গতিশীল করার লক্ষ্যে কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা;

২.৬.৬. স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকাকে গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন প্রকাশনা, সভা, সেমিনার, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা;

২.৬.৭. স্বেচ্ছাসেবক সম্পৃক্তকারী সংগঠনসমূহের কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমনভাবে প্রস্তুত করা যাতে তারা দক্ষতার সাথে দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে;

২.৬.৮. স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ গ্রুপের সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, স্থানীয় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ম্যাপ প্রস্তুত এবং স্থানীয় সম্পদের তালিকাপ্রস্তুতসহ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে স্থানীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার পাশাপাশি তাদেরসেই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা যাতে আপদজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়;

২.৬.৯. জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টকর্মএলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহড়া আয়োজন এবং পরিচালনা করা;

২.৬.১০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বেচ্ছাসেবক সম্পৃক্তকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক করা;

২.৬.১১. স্বেচ্ছাসেবকদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক সম্পৃক্তকারী সংগঠনের লোগোসহ পরিচয় পত্র (আইডিকার্ড), পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থাপনা করা;

২.৬.১২. দুর্যোগে সাড়াপ্রদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী আহত স্বেচ্ছাসেবকদের চিকিৎসা সহায়তা এবং নিহত স্বেচ্ছাসেবকদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

২.৬.১৩. জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দিবস, আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস এবং আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবসসহ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দিবস উদ্‌যাপন করা;

২.৬.১৪ সংগঠনের সকল সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

২.৭ সাধারণ পরিচালনা: জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের রূপরেখা ২০২০ এর আলোকে সংগঠনটি পরিচালিত হবে;

২.৮ **পোশাক:** জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দিষ্ট পোশাক বা ইউনিফর্ম থাকবে। অন্য কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক তাদের সংগঠনের নিজস্ব ইউনিফর্ম ব্যবহার করবে।তবে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার সময় জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের লোগোসম্বলিত এপ্রোন/ভেষ্ট, হ্যান্ড ব্যাজ অথবা গলাবন্ধনী অথবা ক্যাপ ব্যবহার করবে;

২.৯ **লোগো:** জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এর একটি লোগো (Logo) থাকবে যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে;

২.১০ **বাজেট:** জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী প্রস্তুতসহ,অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করবে;

২.১১ **জনবল:** জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন তার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পদায়ন করতে পারবে এবং তার চাকরির শর্তাবলী বিধিমালার অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হবে;

২.১২ **তহবিল ও পরিচালনা:** জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এর একটি তহবিল থাকবে এবং তাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হবে,যথা:

- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ;
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- কোন দেশীয়, আন্তর্জাতিকএনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে প্রাপ্ত অনুদান;
- বেসরকারি ব্যক্তি এবং সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের তহবিল পরিচালনার নিমিত্ত তফসিল ব্যাংকে একটি সুনির্দিষ্ট হিসাব থাকবে যা পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২.১৩ **স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ ইউনিট:** জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ইনস্টিটিউটের স্থান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

২.১৪ **উন্নয়ন সহযোগিতা গ্রহণ:**জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনতার কার্যাবলি সম্পাদনে সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে উন্নয়ন সহযোগীর নিকট প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করতে পারবে। প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদিত হলে উন্নয়ন সহযোগীর সাথে জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন চুক্তি স্বাক্ষরসহ সে মোতাবেক অর্থ/সেবা/কারিগরি সহায়তা গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে।

২.১৫ হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা:

২.১৫.১ জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন যথাযথভাবে তার হিসাব সংরক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করবে;

২.১৫.২ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বছর জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এর হিসাব নিরীক্ষাসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকার ও সংগঠনের নিকট পেশ করবে।

২.১৬ প্রতিবেদন:

২.১৬.১ জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রতি বছর ৩০ জুলাই এর মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলির খতিয়ান ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করবে;

২.১৬.২. সরকার প্রয়োজনমত জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নিকট হতে যে কোন সময় যে কোন বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করতে পারবে;

২.১৬.৩. সরকার প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তা দ্বারা কোন অনিয়ম, আর্থিক ক্ষতি বা অন্য যে কোন প্রকার তহবিল তসরূপ ও আত্মসাৎ এর বিষয়ে তদন্ত করতে পারবে;

অধ্যায় ৩: সংগঠনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য নীতি নির্ধারণ, সম্পদ সংগ্রহ এবং জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক গঠন এর সকল কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ,পরিচালনা পর্ষদ এবং সুপারভিশন কমিটি থাকবে।

৩.১ উপদেষ্টা পরিষদ: জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। উপদেষ্টা পরিষদ নিম্নরূপ সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে:

১.	মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	উপদেষ্টা
২.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	সদস্য
৩.	মূখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৪.	সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ	সদস্য
৫.	সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৭.	সিনিয়র সচিব/সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	সিনিয়র সচিব/সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	সিনিয়র সচিব/সচিব, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ,সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সিনিয়র সচিব/সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	সিনিয়র সচিব/সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭.	সিনিয়র সচিব/সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮.	সিনিয়র সচিব/ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০.	সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১.	সিনিয়র সচিব/ সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২.	সিনিয়র সচিব/ সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য

২৫.	মহাপুলিশ পরিদর্শক সদস্য	সদস্য
২৬.	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
২৭.	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
২৮.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)	সদস্য
২৯.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	সদস্য
৩০.	পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব	সদস্য
৩১.	পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ে স্বনামধন্য একজন অধ্যাপক/এমিরিটাস প্রফেসর	সদস্য
৩২.	পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক	সদস্য
৩৩.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
৩৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৩.১. ১ উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

৩.১.১.১ প্রতিবছর মার্চ মাসে এবং সেপ্টেম্বর মাসে উপদেষ্টা পরিষদের দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে জরুরি প্রয়াজনে যেকোন সময়ে উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবে;

৩.১.১.২. উপদেষ্টা পরিষদ প্রয়োজন মনে করলে ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা, বন্যা পূর্বাভাস,ভূমিকম্প ঝুঁকিসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে কোন ব্যক্তিকে তার সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে অথবা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে;

৩.১.১.৩. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় আর্থ-সামাজিক ও কারিগরি বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

৩.১.১.৪. দুর্যোগ ঝুঁকি ও প্রশমনের সম্ভব্যতা সম্পর্কে পরিচালনা পর্ষদ এবং সুপারভিশন কমিটিকে সক্রিয় করাসহ প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

৩.১.১.৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৩.১.১.৬. দুর্যোগকালে প্রয়োজন অনুভূত হলে বিশেষ কাজের জন্য তহবিল ছাড়সহ প্রয়োজনীয় ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রক্রিয়া প্রবর্তণের জন্য সরকারের নিকট যথা সময়ে সুপারিশ পেশ করা;

৩.১.১.৭. দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

৩.১.১.৮.দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহের চূড়ান্ত মূল্যায়নসহ সুপারিশমালা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে প্রেরণ করা।

৩.২.১ পরিচালনা পর্ষদ:

জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকবে। পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে:

১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি১/২), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য

৬.	মহাসচিব, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
৭.	পরিচালক(প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
৮.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৯.	পরিচালক (অপারেশন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
১০.	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্লস গাইড এসোসিয়েশন	সদস্য
১১.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর	সদস্য
১২.	উপমহাপরিচালক (অপারেশন),বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
১৪.	পরিচালক,জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন	সদস্য-সচিব

৩.২.২ পরিচালনা পর্ষদ এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

৩.২.২.১ জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এর সকল কার্যাবলির পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা;

৩.২.২.২ দেশে স্বেচ্ছাসেবকদের সম্ভাবনা ও চাহিদা নিরূপণসহ স্বেচ্ছাসেবক সম্পৃক্তকারী সংগঠনসমূহকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;

৩.২.২.৩ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা প্রশমনের জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আন্তঃসম্পর্কিত সংশ্লিষ্টবিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;

৩.২.২.৪. দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্বেচ্ছাসেবক সম্পৃক্তকারী সংগঠনসমূহকেকৌশলগত ও বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান করা;

৩.২.২.৫সংগঠন এর সকল কার্যাবলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা;

৩.২.২.৬.দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান, উদ্ধার, উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অর্থ বরাদ্দের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

৩.২.২.৭. পরিচালনা পর্ষদ বছরে কমপক্ষে ৩টি সভায় মিলিত হবে। তবে দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে;

৩.২.২.৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন সর্বোচ্চ দুইটি সংস্থা এবং দুইজন ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করার ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদের থাকবে।

৩.৩ সুপারভিশন কমিটি:

(ক) জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং পরিচালনা পর্ষদের গৃহীত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করার নিমিত্তে ওয়ার্ড পর্যায় হতে প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত একটি করে সুপারভিশন কমিটি থাকবে। সুপারভিশন কমিটি নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে:

১। ওয়ার্ড কমিটি:

১.	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/মেম্বার	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলর/মেম্বার	সদস্য
৩.	ওয়ার্ড ইউনিটের একজন পুরুষপ্রতিনিধি	সদস্য
৪.	ওয়ার্ড ইউনিটের একজন মহিলাপ্রতিনিধি	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট স্কাউটস এর প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	প্রতিটি ওয়ার্ডের সিপিপি'র ইউনিট টিম লিডার (যদি থাকে)	সদস্য
৭.	সিনিয়র স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	নগর স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

ওয়ার্ড কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(১) দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্থানীয়ভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে ইউনিয়ন/পৌরসভা কমিটিকে অবহিত করা;

(২) সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা;

(৩) চলমান স্থানীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবকদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(৪) স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী উর্ধ্বতন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা;

(৫) সংশ্লিষ্ট কমিটি জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে দ্রুত সময়ের মধ্যে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ/অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করা;

(৬) সুপারভিশন কমিটি বছরে কমপক্ষে ৩টি সভায় মিলিত হবে; তবে দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

২। ইউনিয়ন কমিটি:

১.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের একজন মেম্বার	সদস্য
৩.	ইউনিয়ন ইউনিটের একজন পুরুষ প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	ইউনিয়ন ইউনিটের একজন মহিলা প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট স্কাউটস এর প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	সিনিয়র স্টেশন অফিসার,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	প্রতিটি ইউনিয়নের সিপিপি'র ইউনিয়ন টিম লিডার (যদি থাকে)	সদস্য-সচিব

ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(১) দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্থানীয়ভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে উপজেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(২) সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা;

(৩) চলমান স্থানীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবকদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(৪) স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী উর্ধ্বতন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা;

(৫) সংশ্লিষ্ট কমিটি জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে দ্রুত সময়ের মধ্যে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ/অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করা;

(৬) সুপারভিশন কমিটি বছরে কমপক্ষে ৩টি সভায় মিলিত হবে; তবে দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

৩। উপজেলা কমিটি:

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২.	উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য
৩.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	উপজেলা ইউনিটের একজন পুরুষ প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	উপজেলা ইউনিটের একজন মহিলাপ্রতিনিধি	সদস্য
৬.	নগর স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
৭.	সিনিয়র স্টেশন অফিসার,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	উপজেলা অফিসার,(সিপিপি)/ সংশ্লিষ্ট স্কাউটস এর প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(১) দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্থানীয়ভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে জেলা কমিটিকে অবহিত করা;
(২) সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা;
(৩) চলমান স্থানীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবকদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
(৪) স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী উর্ধ্বতন কমিটির নিকট উপস্থপন করা;
(৫) সংশ্লিষ্ট কমিটি জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে দ্রুত সময়ের মধ্যে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ/অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করা;
(৬) সুপারভিশন কমিটি বছরে কমপক্ষে ৪টি সভায় মিলিত হবে; তবে দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

৪। জেলা কমিটি:

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	সদস্য
৩.	জেলাধীন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ	সদস্য
৪.	জেলা ইউনিটের একজন পুরুষ প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	জেলা ইউনিটের একজন মহিলাপ্রতিনিধি	সদস্য
৬.	উপ পরিচালক, সিপিপি	সদস্য
৭.	উপ সহকারি পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	নগর স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
৯.	জেলা ত্রাণ পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(১) দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্থানীয়ভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে বিভাগীয় কমিটিকে অবহিত করা;
(২) সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা;
(৩) চলমান স্থানীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবকদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
(৪) স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী উর্ধ্বতন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা;
(৫) সংশ্লিষ্ট কমিটি জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে দ্রুত সময়ের মধ্যে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ/অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করা;
(৬) সুপারভিশন কমিটি বছরে কমপক্ষে ২টি সভায় মিলিত হবে; তবে দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

৫। পৌরসভা কমিটি:

১.	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের একজন কাউন্সিলর	সদস্য
৩.	পৌরসভা ইউনিটের একজন পুরুষ প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	পৌরসভা ইউনিটের একজন মহিলা প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট পৌর স্কাউটস এর প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	নগর স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
৭.	সিনিয়র স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	প্রতিটি পৌরসভার সিপিপি'র ইউনিয়ন টিম লিডার (যদি থাকে)	সদস্য-সচিব

পৌরসভা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(১) দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্থানীয়ভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে জেলা কমিটিকে অবহিত করা;
(২) সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা;
(৩) চলমান স্থানীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তাবায়নে স্বেচ্ছাসেবকদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
(৪) স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী উর্ধ্বতন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা;
(৫) সংশ্লিষ্ট কমিটি জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করেদ্রুত সময়ের মধ্যে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ/অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করা;
(৬) সুপারভিশন কমিটি বছরে কমপক্ষে ৩টি সভায় মিলিত হবে; তবে দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

৬। সিটি কর্পোরেশন কমিটি:

১.	মেয়র, সিটি করপোরেশন	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশনের সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের একজন কমিশনার	সদস্য
৩.	সিটি করপোরেশনের ইউনিটের একজন পুরুষ প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	সিটি করপারেশনের ইউনিটের একজন মহিলা প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	উপ পরিচালক, সিপিপি	সদস্য
৬.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন	সদস্য
৭.	উপ পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	নগর স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

সিটি কর্পোরেশন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(১) দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্থানীয়ভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে বিভাগীয় কমিটিকে অবহিত করা;
(২) সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা;
(৩) চলমান স্থানীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তাবায়নে স্বেচ্ছাসেবকদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
(৪) স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী উর্ধ্বতন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা;
(৫) সংশ্লিষ্ট কমিটি জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে দ্রুত সময়ের মধ্যে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ/অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করা;
(৬) সুপারভিশন কমিটি বছরে কমপক্ষে ৩টি সভায় মিলিত হবে; তবে দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

৭। বিভাগীয় কমিটি:

১.	বিভাগীয় কমিশনার	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডি আই জি	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার	সদস্য
৪.	পরিচালনা পর্ষদকর্তৃক মনোনীত বিভাগীয় ইউনিটের একজন পুরুষ প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	পরিচালনা পর্ষদকর্তৃক মনোনীত বিভাগীয় ইউনিটের একজন মহিলা প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	উপ -পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	উপ পরিচালক, সিপিপি/জেলা ত্রাণ পুনর্বাসন কর্মকতা	সদস্য-সচিব

বিভাগীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(১) দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্থানীয়ভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করা;
(২) সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা;
(৩) চলমান স্থানীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবকদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
(৪) স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী উর্ধ্বতন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা;
(৫) সংশ্লিষ্ট কমিটি জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে দ্রুত সময়ের মধ্যে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ/অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করা;
(৬) সুপারভিশন কমিটি বছরে কমপক্ষে ৩টি সভায় মিলিত হবে; তবে দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

৮। স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বিত ডাটাবেইজ:

স্বেচ্ছাসেবকদের সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনলাইনভিত্তিক একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ওয়েব পোর্টালের সাথে সংযুক্ত থাকবে। স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে স্বেচ্ছাসেবকদের হালনাগদকৃত তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে। একজন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংস্থার ডাটা এন্ট্রি ও হালনাগাদ করার দায়িত্বে থাকবেন।

৯। স্বেচছাসেবকদের মেয়াদকাল:

মেয়াদকাল নির্ধারণে স্বেচ্ছাসেবকদের ইচ্ছা, আগ্রহ ও যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচ্য হতে পারে:

১) শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা থাকতে হবে;
২) নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকগণ শারিরীক সক্ষমতার প্রেক্ষিতে নিজ ইচ্ছায় ৭০ বছর পর্যন্ত নিযুক্ত থাকতে পারবেন। পরবর্তীতে শারীরিক সক্ষমতার আলোকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্তদায়িত্ব পালনে নিযুক্ত থাকতে পারবেন।

১০। স্বেচছাসেবকদের স্বীকৃতি:

১) কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মেয়র পদক এবং জাতীয় পদকে ভূষিত হবেন;
২) পদকপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ দুর্যোগ বিষয়ক স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হবেন;
৩) পদকপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার পাবেন;
৪) দুর্যোগকালীন স্বেচ্ছাসেবকগণ বিনা ভাড়ায় গণপরিবহন ব্যবহারের সুযোগ পাবেন তবেসেক্ষেত্রে তাদের আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে।

১১। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা:

স্বেচ্ছাসেবকগণ সরকারি বেসরকারি, এনজিও এবং ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ/প্রাইভেট সেক্টর থেকে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধাদির জন্য বিবেচিত হবেন-

১) প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক ন্যাশনাল ডাটাবেইজের নম্বর অনুসারে ডিজিটাল পরিচয়পত্র পাবেন;

২) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং কাজের জন্য তারা স্বেচছাসেবক গিয়ার প্রাপ্য হবেন;

৩) বিশেষ দায়িত্ব নিয়োজিত নিয়োজিত নগর স্বেচ্ছাসেবকগণ সংশ্লিষ্টকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণসহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম পাবেন।

৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/এনজিও/ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান/প্রাইভেট সেক্টর প্রভৃতি সংস্থা ও সকল সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করবে।

৫) গ্রুপবীমার আওতায় স্বাস্থ্য ও জীবন বীমা সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন। বীমা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ সুবিধা প্রদেয় হবে। পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন/কোন বেসরকারি সংস্থা/এনজিও, ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান/প্রাইভেট সেক্টর এর বাজেট নগর স্বেচছাসেবকদের জন্য পরিকল্পনা মোতাবেক এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান রাখা হবে;

৬) স্বেচ্ছাসেবকগণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালে এবং যাতায়াতে বাস, ট্রেন ও লঞ্চের টিকিট প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন;

৭) স্বেচ্ছাসেবকদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যার ভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকগণ অগ্রাধিকার পাবেন।

১২। রূপরেখা পরিবর্তন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, ব্যাখ্যা ইত্যাদি- সরকার এ রূপরেখার যে কোন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করতে পারবে। রূপরেখায় বর্ণিত কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা গেলে তা দুরীকরণ, ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে, যা এ রূপরেখায় উল্লেখ নেই, সে বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং সে ব্যাখ্যাই চূড়ান্তবলে গণ্য হবে।